সংবাদ

অভিমত

নকলমুক্ত শিক্ষার জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা

গোলসান আরা বেগম

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড– এই বাক্যটি শিশু বয়সে মস্তিষ্কে ধারণ করার পর আজও ঝেড়ে ফেলে দিতে পারিনি। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত।' যেকোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান মানদণ্ড শিক্ষা। মানব সভ্যতা সেই তাহাজীবন পরিহার করে আলো ঝলমল সভ্যতায় পা রেখেছে শিক্ষার কর্ষণ-মাজনের মাধ্যমে। শিক্ষা অমূল্য রতন– এই উপলব্ধিটুকু মাথায় রেখে প্রতি বছর বাংলাদেশ তার জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে সর্বাপেক্ষা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে।

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নব্বই ভাগ বেসরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অর্থাৎ শিক্ষার উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান বিশ্বের নিত্য-নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুমুখী সংস্কার সাধন করা হলেও এখানে রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা। আর এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বিগত ত্রিশ বছরে বহুবার নিত্য-নতুন ধাঁচে ফেলে শিক্ষাকে সর্বগ্রাসী করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার কারণে কোন শিক্ষা কমিশনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলেও জঞ্জালমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা-কমিশন গঠন করার প্রক্রিয়া চলছে। সুযোগ্য, দক্ষ ও বিচক্ষণ শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে যুগান্তকারী পদক্ষেপে গৃহীত হবে বলে আশাবাদী।

যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে খেয়াল রাখা দরকার সাপও যেন না মরে আবার লাঠিও যেন না ভাঙে।' বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অসুদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যাপক প্রচারণার পর কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০০২ ইং সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি বোর্ডের ফলাফল বিপর্যয়ের হার ৬০ শতাংশ। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ফেলের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, নকল প্রতিরোধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পাসের হার কম হয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় অতীতে নকল প্রবণতার জন্যই পাসের হার বেশি ছিল। সভ্যতার চাবিকাঠি শিক্ষা নামক অস্ত্রটির এমনিতর ছন্দপতন কি হতাশাব্যঞ্জক নয়? বস্তুত শিক্ষা নামক বিষয়টি গ্রহণকারী শিক্ষার্থী দ্বারা চর্চিত না হলে, ক্ষুদ্র চিন্তা ও অজ্ঞতার কারণে নকল প্রবণতার করাল গ্রাসে ফলাফল বিপর্যয় দেখা দেবে। আবার নকল প্রতিরোধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে অবহিত না হয়ে কড়াকড়ি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত নয়। তারপরও শিক্ষাঙ্গন থেকে নকলকে ঝাঁটাপেটা করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাই।

সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএসসি পরীক্ষা ২০০২- এর ফলাফল পর্যালোচনা করে জানা যায়- এক হাজার তিনশ' পঞ্চাশটি স্কুল থেকে কোন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হতে পারেনি। আবার চারশ' স্কুলের পাসের হার দশমাংশের কম। এই প্রাপ্ত ফলাফল –সমগ্র জাতির জন্য যেমন লজ্জাজনক, বেদনাহত ও অবিশ্বাস্য, ঠিক তেমনি শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষক সমাজের জন্য বিস্ময়কর, ঘৃণিত ও কলংকিত অধ্যায়। শিক্ষা লেন-দেনের বাহক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে জিজ্ঞাসা সরকারি নব্বই ভাগ অর্থে লালিত-পালিত শিক্ষকরা কেন একজন কৃতকার্য শিক্ষার্থী জাতিকে উপহার দিতে পারল না? একজন শিক্ষার্থীও কি শুধু পাস করার মতো পড়াশোনা বিগত দশ বছরে আয়ত্ত করেনি?

সরকারি তথ্য বিবরণীতে জানা যায়, কর্তৃপক্ষ উক্ত স্কুলগুলোকে চরম ফলাফল বিপর্যয়ের পর তাদের এমপিওভুক্তি কেন বাতিল করা হবে না– সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকে এর কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য দোষারূপ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের। এমনকি তাদের খেয়ে পড়ে বাঁচার প্রধান সোর্স সরকারি বেতনাদি বন্ধ করে দেয়ার হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। অথচ এই শিক্ষকরা কি এককভাবে দায়ী? মোটেও নয়। শিক্ষকরা পড়াতে পারবেন, শিক্ষার্থীদের উপদেশ বাণী বিতরণ করতে পারবেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিষয়বস্তু আত্মস্থ করতে হবে শিক্ষার্থীর নিজেকে।

এক জরিপে দেখা যায়, গ্রাম-বাংলার ৬০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু কোন পরিবেশ নেই। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে রয়েছে রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী শক্তি প্রয়োগের পাঁয়তারা। প্রায় সময়ই সদস্য নির্বাচিত হতে না পারলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অযাচিত হয়রানি করে থাকে। বেনামে বা স্বনামে নানা প্রকার ভাজনিক মিথ্যা, অভিযোগ উত্থাপন করে ডিসি, ইউএনও, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি বিভাগে উদ্ভট চিঠি দেয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ফরম-ফিলাপ ও ভর্তির সময় স্থানীয় জনগণ, রাজনৈতিক ব্যক্তি, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের অযৌক্তিক সুপারিশের কারণে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে শুধু শিক্ষকদের ব্যর্থতা নয়, বহু উদ্ভট নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। অতএব তর্কের খাতিরে তর্ক নয়, শিক্ষকদের হেন করেন্সা, তেন করেন্সা নয়-সমস্যা সমাধানের নিরিখে দায়ী কারণগুলো উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

২০০৩ ইং এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মূল্যায়ন করে ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি দেখে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায় লজ্জাজনক ফলাফল বিপর্যয় হয়তো পুনরায় হবে না। কর্তৃপক্ষসহ সুশীল সমাজ চায় নকল প্রবণতা বন্ধ হোক আর শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের বর্তিকা হাতে নিয়ে সচেতনায় বিকশিত হয়ে জ্ঞানদীপ্ত সমাজের সকল প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ুক।

ফেল মানে বেকারের হার বাড়িয়ে দেয়া। এই বেকার, জনসম্পদ জাতীয় উন্নয়নকে ঘুরে ঘুরে খায় ও বুঁড়িয়ে বুঁড়িয়ে হাঁটতে শিখায়। অপরপক্ষে পাস মানে উন্নত মানবসম্পদের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা ও জাতীয় উন্নয়নকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পাশ- ফেল-বিষয়টিকে সমহারে গুরুত্ব দিতে হবে। আবার জটিল প্রশ্ন প্রণয়ন করে এবং নকল প্রতিরোধে কড়াকড়ি আদেশ প্রবর্তন করে শিক্ষাকে সর্বগ্রাহী করে তোলা যাবে না। বরং পাঠ্যসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর সহজ ও উপভোগ্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষানুরাগী হিসেবে গড়ে তোলা যাবে। ক্রমে ক্রমে ফেলের হার কমে আসবে। শিক্ষাবিমুখী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে হবে আগ্রহী ও যত্নশীল। পাশাপাশি প্রকৃত জ্ঞানুৎসাহী শিক্ষার্থীও পাওয়া যাবে। অতএব পাস- ফেলের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নকল প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে নব্বইভাগ বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করতে সরকারকে বছরে ১৭ শ' কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার পরও কমাসংখ্যক শিক্ষার্থী উপযুক্ত মেধা নিয়ে বেড়িয়ে না আসাটা জাতির জন্য দুঃখজনক। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে গিয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে দিনমজুর, খেটে খাওয়া শ্রমিকের মেয়েরাও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে উপবৃত্তি প্রচলন করায় আজ নব্বই ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসছে। যদিও উপযুক্ত শিক্ষা মস্তিষ্কে ধারণ করে মাত্র দুই শতাংশ শিশু পঞ্চম শ্রেণী অতিক্রম করতে পারে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যেমন প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিঁড়ি অতিক্রম করার পূর্বেই শিক্ষা গ্রহণের জগৎ থেকে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী ছিটকে পড়ে। এই ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীরা বেকারত্বের বোঝাটি ভারি করে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অন্ধকারময় জগতে সমাজকে নিক্ষেপ করে। শিক্ষাকে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক করার স্বার্থে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। পরিশেষে শিক্ষা হোক অমূল্য রতন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তরের বীজমন্ত্র– এই মর্মে সবাই জাগ্রত করতে পারলে শিক্ষা হবে সর্বগ্রাহী। শুধু তাই নয় শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, বেকারত্বের অভিশাপ থেকে নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করবে– এই হবে নকলমুক্ত শিক্ষা সংস্কারের আদর্শ মডেল।

লেখক ঃ অধ্যক্ষ, আরএস আইডিয়েল কলেজ, কালটিয়া, কিশোরগঞ্জ।

তারিখ ... 7 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২